দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 14 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

# ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সীট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়াউর রহমান হলে আবাসিক এবং হলের সহিত সংশ্লিষ্ট অনাবাসিক ছাত্ররা উক্ত হলে সীট প্রদানে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ আনিয়া প্রভোষ্ট মোঃ আলীনূর রহমানের অপসারণ দাবী করিয়াছে। ছাত্ররা প্রভোষ্টের বিরুদ্ধে বিভিন্ন "কোটার" নামে সন্ত্রাসী ছাত্রদের নামে সীট বরাদ্দের অভিযোগ আনিয়াছে। গত ১১ই অক্টোবর সকালে ছাত্ররা প্রভোষ্ট অফিস ঘেরাও করে এবং অবিলম্বে সন্ত্রাসী ছাত্রদের সীট বাতিলের দাবী জানায়। তাহারা প্রভোষ্টের অপসারণও দাবী করে।

গত ১৬ই জুন প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক মেধা অনুসারে ৮৬ জন, "অসুস্থতা কোটায়" ৫ জন, "খেলোয়াড় কোটায়" ৩ জন, "সাংস্কৃতিক কোটায়" ৩ জন, "বিএনসিসি কোটায়" ৩ জন এবং "সাংবাদিক কোটায়" ৩ জনকে সীট বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া হল অফিসসূত্রে জানা যায়। গত ১০ই অক্টোবর রাতে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়।

এদিকে খেলোয়াড় ও সাংস্কৃতিক কোটায় যে ৬ জনকে সীট দেওয়া হইয়াছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে উক্ত কর্মকান্ডে জড়িত নয় বলিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে জানা গিয়াছে। "অসুস্থতা কোটার" নামে ৫ জন সন্ত্রাসী ছাত্রকে সীট দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ছাত্ররা অভিযোগ করিয়াছে। এই ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রহিয়াছে বলিয়া কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ থানাসূত্রে জানা যায়।

অপরদিকে "সাংবাদিক কোটার" নামে সাংবাদিকতার "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" ব্যতীত ৩ জন ছাত্রের নামে সীট বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। এব্যাপারে হল প্রভোষ্ট আলীনূর রহমানের সহিত যোগাযোগ করিলে তিনি বিভিন্ন কোটায় ১৭ জন ছাত্রকে সীট প্রদানের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৮৭৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আবাসিক সুবিধা পাইতেছে।